

سُورَةُ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ

(৩১)

৩২-সূরা আস্ সাজ্জদা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৩১ আয়াত এবং ৩ রুকু আছে ।

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। আলিফ নাম মীম্ ।

الْمِ ②

৩। সকল জগতের প্রতিপালকের নিকট হইতে এই কিতাব নাযেল হইয়াছে, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই ।

تَنْزِيلَ الْكِتَابِ لَأَرْبَبٍ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ③

৪। তাহারা কি বলিতেছে যে, 'সে নিজেই ইহা রচনা করিয়া লইয়াছে ?' না, বরং ইহা অবশ্যই তোমার প্রভুর নিকট হইতে সমাগত সত্য, যেন তুমি ইহার দ্বারা ঐ জাতিকে সতর্ক করিতে পার যাহাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন রসূল আসে নাই, যেন তাহারা হেদায়াত পায় ।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلَىٰ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ④

৫। আল্লাহ্‌ তিনি, যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সবই ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হইয়াছেন । তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নাই এবং কোন সুপারিশকারীও নাই । তথাপি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না ?

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِن دُونِ وَلَا شَافِعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ⑤

৬। তিনি আকাশ হইতে পৃথিবীর দিকে হুকুম প্রবর্তন করেন ; অতঃপর ইহা তাহার দিকে উঠিয়া যাইবে এক দিনে, যাহার পরিমাণ হইবে তোমাদের গণনানুসারে এক হাজার বৎসর ।

يُنذِرُ الْأَكْثَرِينَ الشَّاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ⑥

৭। তিনিই অদৃশ্যের এবং দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময় —

ذَٰلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑦

৮। যিনি প্রত্যেক বস্তুকে, যাহা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, সুন্দর রূপ-গুণ দিয়াছেন । এবং তিনি কাদা হইতে মানুষের সৃষ্টির সূচনা করিয়াছেন ।

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ⑧

৯। অতঃপর তিনি তাহার বংশ সৃষ্টি করিয়াছেন তুচ্ছ পানির নির্যাস হইতে;

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ⑨

১০। অতঃপর তিনি তাহাকে পূর্ণ শক্তি দিয়া সুগতিত করিলেন এবং উহাতে নিজের রূহ হইতে ফুৎকার করিলেন। এবং তিনি তোমাদিগকে কান, চোখ এবং হৃদয় দান করিলেন, কিন্তু তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

১১। এবং তাহারা বলে, 'কী! যখন আমরা মাটিতে বিলীন হইয়া যাইব তখনও কি অবশ্যই আমরা এক নূতন সৃষ্টির আকারে (উদ্ভিত) হইব?' না, বরং তাহারা তাহাদের প্রভুর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করিতেছে।

১২। তুমি বল, 'মৃত্যুর ফিরিশতা, যাহাকে তোমাদের উপর নিযুক্ত করা হইয়াছে, নিশ্চয় তোমাদের জ্ঞান কবয় করিবে; অতঃপর তোমাদিগকে তোমাদের প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।

১৩। এবং যদি তুমি সেই অবস্থা লক্ষ্য করিতে পারিতে, যখন অপরাধীগণ তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে স্ব স্ব মাথা অবনত করিবে (এবং বলিবে), 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রতাক্ষ করিলাম এবং প্রবণ করিলাম; অতএব তুমি এখন আমাদের ফেরৎ পাঠাও, আমরা সংকর্ম করিব; নিশ্চয় আমরা (তোমার কথার উপর) দৃঢ় বিশ্বাস করিলাম।'

১৪। বস্তুতঃ যদি আমরা (বাধ্যতামূলকভাবে) হেদায়াত দেওয়ার ইচ্ছা করিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার উপযোগী হেদায়াত দিতে পারিতাম; কিন্তু আমার এই বাক্য পূর্ণ হইয়াছে যে, 'নিশ্চয় আমি জিন্ ও ইনসান দ্বারা তাহাদিগকে পূর্ণ করিব।'

১৫। অতএব তোমরা যেহেতু তোমাদের আজিকার দিনের সাক্ষাৎকে বিস্মৃত হইয়াছিলে, এই জন্য (শাস্তির) স্বাদ ভোগ কর। আমরাও তোমাদিগকে বিস্মৃত হইলাম। অতএব (এখন) তোমরা তোমাদের কৃত-কর্মের জন্য দীর্ঘস্থায়ী শাস্তির স্বাদ ভোগ করিতে থাক।

১৬। আমাদের নিদর্শনসমূহের উপর কেবল তাহারা ইমাম আনে, যাহাদিগকে ঐগুলি সম্বন্ধে যখনই সন্ধান করা হইয়া দেওয়া হয়, তখনই তাহারা সেজদায় ভুল্ভিত হইয়া পড়ে এবং তাহাদের প্রভুর প্রশংসাসহ তসবীহ করিতে থাকে, এবং তাহারা অহংকার করে না।

لَمْ سَوِّهِ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

وَقَالُوا إِذَا هَئَلْنَا فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّا لَبِقَىٰ جُفَاءٍ
بِمَلِكِنَا ۖ وَتُجْعَلُ مِنَّا جُفَاءً ۚ قُلْ يَوْمَ لَا تَكُونُ لَكُم مِّنْهُمْ
شَفِيعَةٌ ۚ قُلْ يَوْمَ لَا تَكُونُ لَكُم مِّنْهُمْ شَفِيعَةٌ ۚ قُلْ يَوْمَ لَا تَكُونُ لَكُم مِّنْهُمْ
شَفِيعَةٌ ۚ قُلْ يَوْمَ لَا تَكُونُ لَكُم مِّنْهُمْ شَفِيعَةٌ ۚ

قُلْ يَوْمَ لَا تَكُونُ لَكُم مِّنْهُمْ شَفِيعَةٌ ۚ قُلْ يَوْمَ لَا تَكُونُ
لَكُم مِّنْهُمْ شَفِيعَةٌ ۚ قُلْ يَوْمَ لَا تَكُونُ لَكُم مِّنْهُمْ
شَفِيعَةٌ ۚ قُلْ يَوْمَ لَا تَكُونُ لَكُم مِّنْهُمْ شَفِيعَةٌ ۚ

وَلَوْ تَرَىٰ إِلَىٰ الْيَوْمِ مَن نَّالَ الْكَوْثَرَ وَسِوَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
رَبِّيًا ابْنًا وَرَبِّيًا ابْنًا وَرَبِّيًا ابْنًا وَرَبِّيًا ابْنًا وَرَبِّيًا ابْنًا
مُّؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

وَلَوْ تَرَىٰ إِلَىٰ الْيَوْمِ مَن نَّالَ الْكَوْثَرَ وَسِوَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
رَبِّيًا ابْنًا وَرَبِّيًا ابْنًا وَرَبِّيًا ابْنًا وَرَبِّيًا ابْنًا وَرَبِّيًا ابْنًا
مُّؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

فَذُوقُوا بِمَا لَيْسَ لَكُمْ بِقَارِ يُؤْمِرُكُمْ هَذَا ۖ إِنَّا لَسَيِّئُونَ
وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا لَكُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

إِنَّا لَنُؤْمِنُ بِمَا بَيَّنَّنَا لِيَوْمِ الْآخِرَةِ ۖ إِذَا دُرُّوا بِمَا عَزَّوْا جُنْدًا
وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٤﴾

১৭। তাহাদের পান্থদেশ শয্যা হইতে পৃথক হইয়া যায়, এবং তাহারা তাহাদের প্রভুকে ডাকে ভয়ে এবং আশায়, এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা কিছু রিয়ক্‌ দিয়াছি উহা হইতে তাহারা খরচ করে।

১৮। বস্তুতঃ কেহই জানে না যে, তাহাদের জন্য তাহাদের কৃত-কর্মের প্রতিদানস্বরূপ কি কি নয়ন-ভূষিকর বস্তু গোপন করিয়া রাখা হইয়াছে।

১৯। যে ব্যক্তি মো'মেন সে কি দুর্ভিক্ষকারীর সমতুল্য হইতে পারে? তাহারা কখনও সমান হইতে পারে না।

২০। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদের জন্য হইবে চিরস্থায়ী আবাস গৃহের বাগানসমূহ, যাহা তাহাদের কৃত-কর্ম অনুযায়ী আপ্যায়নস্বরূপ হইবে।

২১। কিন্তু যাহারা দুর্ভিক্ষ করিয়াছে তাহাদের জন্য বাসস্থান হইবে জাহান্নাম, যখনই তাহারা উহা হইতে বাহির হওয়ার ইচ্ছা করিবে তখনই তাহাদিগকে উহার মধ্যে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদিগকে বলা হইবে, 'এখন তোমরা জাহান্নামের আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর, যাহাকে তোমরা মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতে।'।

২২। এবং আমরা অবশ্যই তাহাদিগকে সেই আসন্ন বড় আযাবের পূর্বে (পৃথিবীতে) ছোট আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাইব যেন তাহারা (আমাদের দিকে) ফিরিয়া আসে।

২৩। এবং সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর যালেম আর কে হইতে পারে যাহাকে তাহার প্রভুর আয়াতসমূহ সন্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়, তথাপি সে উহা হইতে বিমূখ হইয়া যায়? নিশ্চয় আমরা অপরাধীদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিব।

২৪। এবং নিশ্চয় আমরা মুসাকে কিতাব দিয়াছিলাম, অতএব তুমিও উহা (এক কামিল কিতাব) প্রাপ্তি সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিও না এবং আমরা সেই কিতাবকে বনী ইসরাঈলের জন্য হেদায়াত স্বরূপ করিয়াছিলাম।

২৫। এবং আমরা তাহাদের মধ্য হইতে এমন বহু ইমাম নিযুক্ত করিয়াছিলাম যাহারা আমাদের আদেশানুযায়ী (লোকদিগকে) হেদায়াত করিত, কেননা তাহারা ধৈর্য সহকারে

تَجَاوَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا
وَطَعْنًا وَرَرُّهُمْ يُزْهِقُونَ ﴿١٧﴾

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

أَلَمْ يَكُنْ كَانَ مَوْمِنًا كَمَنَّ كَانَ فَاسْقَا لَا يَسْخَرُونَ ﴿١٩﴾

أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ
الْأُولَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ
يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ظُنُّوا عَذَابَ
النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾

وَلَنُرِيَنَّاهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الَّذِي دُونَ الْعَذَابِ
الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٢﴾

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا
يَٰٓإِنَّا مِنَ الْمَاجِرِينَ مُنْتَقِبُونَ ﴿٢٣﴾

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن
لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٢٤﴾

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ إِبْرَاهِيمَ يَتُودُونَ بِآيَاتِنَا أَصَابُوا
وَكَانُوا بِآيَاتِنَا لُوقُونَ ﴿٢٥﴾

কাজ করিত এবং আমাদের নিদর্শনসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করিত ।

২৬ । নিশ্চয় তিনিই তোমার প্রতিপালক যিনি কিয়ামতের দিনে তাহাদের মধ্যে সেই বিষয়ে ফয়সালা করিয়া দিবেন যে বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিত ।

২৭ । ইহা কি তাহাদিগকে হেদায়াত করে নাই যে, আমরা তাহাদের পূর্বে বহু জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি যাহাদের বাসস্থানসমূহে তাহারা (এখন) চলাফেরা করিতেছে ? নিশ্চয় ইহাতে অনেক নিদর্শন আছে, তথাপি তাহারা কি গুনিতেছে না ?

২৮ । তাহারা কি দেখে না যে, আমরা শুষ্ক ভূমির দিকে বারিধারাকে হাঁকাইয়া নইয়া যাই, অতঃপর উহা দ্বারা আমরা শস্য উৎপাদন করি যাহা হইতে (কিয়দংশ) তাহাদের পশুগুলি ডাক্তর করে এবং (কিয়দংশ) তাহারা নিজেরা আহার করে ? তথাপি তাহারা কি দেখিতেছে না ?

২৯ । এবং তাহারা বলেন, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহা হইলে বল দেখি, সেই বিজয় কখন আসিবে ?'

৩০ । তুমি বল, 'যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের সৈমান সেই বিজয়ের দিনে তাহাদের কোন উপকার করিবে না এবং তাহাদিগকে কোন অবকাশ দেওয়া হইবে না ।'

৩১ । অতএব তুমি তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও এবং অপেক্ষা কর; নিশ্চয় তাহাদিগকেও (কিছুকাল) অপেক্ষা করিতে হইবে ।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٦﴾

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَسْتَوُونَ فِي مَسْكِهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٧﴾

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٨﴾

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٩﴾

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلْيَانُهُمْ وَلَا لَهُمْ يُنظَرُونَ ﴿٣٠﴾

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَضَرُونَ ﴿٣١﴾